নাবা সম্পাদকীয় ৪৯১ তম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ১৯ শাওয়াল, ১৪৪৬ হিঃ

আমেরিকার শুল্কযুদ্ধ

সম্প্রতি “ওভাল অফিসে” সংঘটিত বাকযুদ্ধে ইউরোপের বিরুদ্ধে মার্কিন তাগুত কুটনৈতিক হামলার সূচনা করেছিলো। এবার "রোজ গার্ডেনে" বসে সে যেন পুরো বিশ্বের অর্থনীতির উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করলো! উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের মাধ্যমে শত্রুদের আগে মিত্রদেরকেই সে ধ্বংস করতে চাইছে এবার! অর্থনৈতিক মন্দায় নিমজ্জিত যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্ধার করার জন্যই তার এই পদক্ষেপ। তবে এটি পূর্ববর্তী প্রশাসনের নীতির পুনরাবৃত্তি যা তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পরিবর্তে আরো বেশি সংকটাপন্ন করেছে।

ট্রাম্প যা করছে, তা আদৌ নতুন কিছু নয়। এটি আমেরিকার ব্যর্থ রাজনৈতিক ধারারই একটি ধারাবাহিকতা, যা দীর্ঘদিন ধরে তাদের স্থায়ী সংকটগুলোর কোনো কার্যকর সমাধান দিতে পারেনি। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, তাগুত হার্বাট হোভার "স্মুট-হাউলি ট্যারিফ অ্যাক্ট"—নামে এধরণের শুল্কনীতি প্রণয়ন করেছিলো। যার পেছনের যুক্তিগুলি ছিল ট্রাম্পের বর্তমান অজুহাতের মতোই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেই শুল্কবিধানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এমন কিছু ঘটেছে যা তাদের অর্থনীতিকে আরো গভীর গর্তে নিমজ্জিত হয়েছে— এখন আবারো এটার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে।

এই হটকারী সিদ্ধান্তের পক্ষে ট্রাম্পের যুক্তি হলো, এটি আমেরিকার "বাণিজ্য ঘাটতি" কমাতে সহায়তা করবে এবং চীন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে "ভারসাম্য" প্রতিষ্ঠা করবে। এক্ষেত্রে সে “চোখের বদলে চোখ” তথা, প্রতিশোধমূলক বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করছে।

এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোও কিন্তু আমেরিকার সাথে একইরকম প্রতিশোধের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। হয়েছেও তাই, চীন আর ইউরোপ একটুও দেরি করেনি। তারা কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এবং পাল্টা শুল্ক আরোপ করেছে। এর ফলে ইসলামের শত্রুদের মাঝে প্রতিশোধমূলক বানিজ্যিক লড়াই আরো ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। যা পরবর্তীতে আরো বিস্তৃত ও জটিল আকার ধারণ করবে। এমনকি অর্থনৈতিক গণ্ডীকেও ছাড়িয়ে যাবে।

এ যেন মুক্ত বাণিজ্যের ওপরই একপ্রকার “নিষেধাজ্ঞা ও শৃঙ্খল” চাপিয়ে দিলো। এক সময় যে ক্রুসেইডাররা মুক্ত বানিজ্য নিয়ে গর্ব করতো এবং এটাকে তাদের ঐক্য ও শক্তির প্রতিক হিসেবে দেখতো, আজ তারাই নিজেদের স্বার্থের জন্য সে গর্বের ঐক্য ভেঙ্গে দিচ্ছে এবং নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ি (অর্থনৈতিক কাঠামো) ধ্বংস করছে।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জটিলতায় না গিয়েও বলা যায়, ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাস্তবিকই বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য এক অশনিসঙ্কেত। এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে আঘাত হানতে চলছে এক নজিরবিহীন বৈশ্বিক মন্দা। এমনকি অনেক আন্তর্জাতিক “অর্থনীতিবিদ” এটিকে "পারমাণবিক বোমা" এবং "অর্থনৈতিক ভূমিকম্প" হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এই অর্থনৈতিক ভূমিকম্পের আঘাত ইতোমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে সুদনির্ভর পুঁজিবাজারগুলোতে —যেগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে তাগুত সরকারেরা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে। আজ তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নেওয়া হচ্ছে এমন এক ভয়ংকর অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে—যেখানে অপেক্ষা করছে যুদ্ধ, রাজনৈতিক টানাপোড়েন আর অর্থনৈতিক ধসের বিভীষিকা।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি, ক্রুসেইডার জাতিগুলির সামনে এর ভয়াবহ সামাজিক প্রভাবও অপেক্ষা করছে। কেননা বেকারত্ব যখন অস্বাভাবিক হারে বাড়ে এবং দারিদ্র্য সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা অবধারিতভাবে ঠেলে দেয় এক ভয়ংকর বাস্তবতার দিকে—যেখানে খুন, চুরি, মাদক ব্যবসা এবং মানব পাচারের মতো ঘৃণ্য অপরাধগুলো সাধারণ চিত্র হয়ে ওঠে। ফলে ইউরোপ আমেরিকার পরবর্তী প্রজন্মগুলো খুন-খারাবির পথকেই জীবিকা হিসেবে বেছে নিবে! দু মুঠো খাবারের জন্য মানুষ হত্যা করবে! সামাজিক কাঠামো এমনভাবে ভেঙে যাবে যে, কোনভাবে তারা একে নিয়ন্ত্রণ বা সংস্কার করতে পারবে না। আরো পরিস্কারভাবে চিত্রটি সামনে আনার জন্য আমরা স্মরণ করতে পারি, “করোনা সংকটের” সময় এই ক্রুসেইডার জাতিগুলির কি অবস্থা হয়েছিলো। তখন তাদের ভিতরে থাকা অসভ্যতা ও পাশবিকতার আসল রূপটি বেড়িয়ে এসেছিলো, ছিনতাই ও চুরি-ডাকাতির মতো অপরাধগুলো হয়ে ছিলো তাদের রুজিরোজগারের উপায়। এটা তাদের সামাজিক অবকাঠামো ভাঙ্গার ক্ষুদ্র একটি নমুনা মাত্র –যা “চীনা ভাইরাস”-ঘটিত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে দেখা দিয়েছিলো! তবে যে ভাঙ্গন “আমেরিকান মন্দা” থেকে তৈরী হবে, তা সমস্ত সীমা অতিক্রম করে আরো ভয়াবহ রূপ নিবে।

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই ভেঙে পড়ার পেছনে রয়েছে সুদূরপ্রসারী ও বহুমাত্রিক কারণ। তবে আমরা এর সারসংক্ষেপ তুলে ধরতে পারি—দু’টি মূল ভিত্তিতে । প্রথমত: এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরি সুদ ভিত্তিক — ছোট থেকে বড় প্রতিটি স্তরে। আর দ্বিতীয়ত: এর নেতৃত্বে রয়েছে আমেরিকা, যারা একের পর এক ব্যয়বহুল ক্রুসেড যুদ্ধে জড়িয়ে গিয়ে এই ব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করে তুলেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক জোট’ গঠনের পর এই যুদ্ধের খরচ বেড়েছে সর্বোচ্চ মাত্রায়। তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, যখন তাদেরকে কৌশলগত ফাঁদে ফেলে নিয়ে আসা হলো স্মরণকালের সবচেয়ে বড় শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধে। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ, আমেরিকা এখন তার সামরিক খরচ কমানোর জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছে। যেন তারা সেখান থেকে কিছু অর্থ বাঁচিয়ে মহাসমুদ্রের ওপারে (নিজেদের ভূমিতে) ঘণিভূত সংকটগুলো মোকাবেলায় খরচ করতে পারে।

এভাবে আমেরিকা ও তার নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা এমন দুটি ভয়াবহ অপরাধে জড়িত হয়েছে, যার উভয়টি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার শামিল —আর তা হলো: সুদি লেনদেন এবং আল্লাহর অলীদের সাথে শত্রুতা। ফলে তারা নিজেদের জন্য ডেকে এনেছে আল্লাহর সেই ভয়াবহ শাস্তি —যা হাদিসে কুদসীতে এসেছে:

"من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب"
vv

‘যে আমার কোনো প্রিয় বান্দাকে কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।’ একইভাবে, তাদের জন্য আরেকটি ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে, যা সুদখোরদের উদ্দেশ্যে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে:

(فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ)

‘তবে তোমরা প্রস্তুত হও—আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে।’ ইবনে আব্বাস রা. বলেন: “অর্থাৎ, তোমরা জেনে নাও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।” কাতাদা বলেন: “এই আয়াতের বক্তব্য স্পষ্টভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ও ধ্বংসের পূর্বাভাস বহন করে।” আবু জাফর (তাবারী) বলেন: এই হাদিস ও রেওয়ায়েতগুলোর ভাষ্যমতে এখানে আল্লাহ তাদেরকে যুদ্ধ ও হত্যার হুমকি দিয়েছেন।” আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(يَمْحَقُ الله الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ)

“আল্লাহ তা'আলা সুদকে ধ্বংস করেন এবং সদকাসমূহ বাড়িয়ে দেন।” কাজেই, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা অনুযায়ী কাফেরদের অর্থনীতি ও তাদের সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা এক অনিবার্য ধ্বংস ও যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে ট্রাম্প শাসন করুক আর অন্য কেউ শাসন করুক, ডানপন্থী ক্ষমতায় আসুক আর বামপন্থী আসুক — এই পরিণতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। আমেরিকাসহ দেশে দেশে আরো যে তাগুতরা রয়েছে —তারা সকলেই কারুন ও ফেরাউনের পরিণতি ভোগ করবে। কোন সে সরকার, যে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে সফলতা ছিনিয়ে আনবে?!

এই যে অর্থনৈতিক মন্দা, যা আজ বৈশ্বিক সুদনির্ভর অর্থনীতিকে কাঁপিয়ে তুলছে —তা শুধু আমেরিকা কিংবা ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং এটি পৃথিবীর সব তাবেদার সরকার ও শাসনব্যবস্থাকেও গিলে খাবে, যারা তাদের ভাগ্যকে আমেরিকা, তার জোট এবং ডলারের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। বরং তাদের পরিণতি হবে আমেরিকার চেয়ে আরও ভয়াবহ। এছাড়া, আমেরিকা যে ডলারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে শত্রু এবং অংশীদারদেরকে বশীভূত করে রাখে, সেই ডলারই এই অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হবে। আর যারা ডলারের কাছে নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে, সেসমস্ত গোলামদের জন্য ডলার হবে এক অভিশপ্ত নাম।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, মুসলিমরা এখন তাদের পতন দেখার জন্য হাতগুটিয়ে বসে থাকবে। কেননা, এই জাহেলী ব্যবস্থা কাল বা পরশু ধ্বংস হবে –এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে তারা আরো দীর্ঘ সময় ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবে, কিংবা খুব শীঘ্রই তাদের পতন হবে। আবার এমনও হতে পারে যে, তাদের পতনের ধ্বংসস্তুপ থেকে উঠে আসবে আরো বেশি আগ্রাসী কোন শত্রু।

কাজেই, মুসলিমদের জন্য শরিয়তের নির্দেশ এবং বাস্তবতার দাবি হলো: তারা সদকাহ ও যাকাতের মাধ্যমে তাদের অর্থব্যবস্থা শক্তিশালী করবে, যাতে অর্থ কেবল ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। এবং যতটুকু সম্ভব স্বর্ণের ব্যবহার বাড়ানো উচিত। পাশাপাশি জাহেলী সমাজে ছড়িয়ে পড়া সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাগুলি ও তার লেনদেন থেকে দূরে থাকতে হবে । তাদের আরেকটি করণীয় হচ্ছে, মুজাহিদগণকে সাহায্য-সহায়তা করা এবং তাদের কাফেলায় যুক্ত হওয়া। কারণ তারা সেই দল যারা আল্লাহর ইচ্ছায় কাফেরদেরকে পরাজিত করবে এবং তাদের সিংহাসন ধ্বংস করবে।

এখন এটা সুস্পষ্ট যে, আমেরিকার অর্থনীতি এবং এর অনুসরণকারী বিশ্ব অর্থনীতি একটি স্থায়ী সংকটের মধ্যে রয়েছে। যতবারই তারা এর সমাধান নিয়ে পরিকল্পনা করে, ততবারই তাদের অবস্থার অবনতি ঘটে; ফলে তারা আবার প্রথম অবস্থায় ফিরে যায়, যেখান থেকে কাজ শুরু করেছিলো। আসলে, তারা এক সংকট থেকে আরেক সংকটের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কারণ তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং ভঙ্গুর। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(أَفمن أسس بنيانه علي تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه علي شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم)

“যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার ঘরের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোন্মুখ কিনারে, ফলে যা তাকেসহ জাহান্নামের আগুনে গিয়ে পড়ে?” [সূরা তাওবাহ: ১০৯]

পরিশেষে বলবো, মূর্খ "ট্রাম্প" এ পর্যন্ত বহুবার জিহাদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার দাবী করেছে। কিন্তু এখন তাকে জার্মানির গাড়ি আর চীনা পণ্য নিয়ে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এবং সে এগিয়ে যাচ্ছে আরো বহু বাণিজ্যিক যুদ্ধের দিকে। অন্যদিকে কাফের রাষ্ট্রগুলোর মাঝে ছড়িয়ে পড়া এই যুদ্ধ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে জিহাদ। কারণ, এই সবগুলো দেশই জিহাদের শত্রু। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ত্বায়েফাতুল মানসূরাহকে এভাবেই সাহায্য করবেন